

## কুরআনের বাণী বাণী-বিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি : সূরা বাকারা

সদরুদ্দিন আহমেদ\*

সূরা বাকারা কুরআনের দীর্ঘতম সূরা। মদীনায অবতীর্ণ ২৮৮ আয়াত বিশিষ্ট এই সূরায় বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। প্রথম ২০টি আয়াতকে একটি ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই ইউনিট বা অংশে মানব জাতিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : মোত্তাকী, কাফের ও মোনাফেক। প্রথম ৫টি আয়াতে মোত্তাকীদের বিবরণ আছে। আমি প্রথমে মহাম্মদ আসাদের The Message of the Quran থেকে বাংলা অনুবাদ করবো এবং তার উপর আমার বিশ্লেষণ থাকবে।

### আয়াত ১-৫

পরম করণাময় ও করুণা বট্টনকারী আল্লাহর নামে...

১. আলিফ, লাম, মিম।
২. এই পবিত্র গ্রন্থ এ সঙ্ক্ষে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই- এক পথ নির্দেশনা সকল মোত্তাকীদের।
৩. যারা পায়েবে বিশ্বাস করে এবং নামায আদায় এবং এবং আমরা রিযিক হিসেবে যা তাদেরকে দান করেছি তা থেকে অন্যের জন্য ব্যয় করে এবং যারা আপনার (মহাম্মদ দঃ) উপর উর্ক থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছিল তাতে বিশ্বাস করে।
৪. কারণ তারা তাদের মনের গভীরে পরকালের জীবন সঙ্ক্ষে নিশ্চিত
৫. তারা ই তাদের রবের কাছ থেকে আসা নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং তারা ই সুখ অর্জন করবে।

প্রথম আয়াতের সাংকেতিক অক্ষরগুলোর- আলিফ, লাম, মিম- নানা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেগুলো অনুমান নির্ভর এবং কোনটাই সর্ববাদী সম্মত নয়। এদের প্রকৃত অর্থ একমাত্র আল্লাহই জানেন। তবে সূরার প্রারম্ভে এই রহস্যময় অক্ষরগুলো একটা অজানা তাৎপর্যের আভাস দেয় এবং একটা ভক্তি-মিশ্রিত বিচ্ছয়ের সৃষ্টি করে।

২-৪ আয়াতগুলো একটি জটিল বাক্য। এর মধ্যে দুটি principal clause (প্রধান বাক্যাংশ) আছে এবং তিনটি subordinate clause আছে। প্রধান বাক্যাংশের একটি হলো : এই পবিত্র গ্রন্থ মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক। দ্বিতীয়টি হলো : এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রথম clause এ কুরআন কি ধরনের গ্রন্থ তার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন একটা দিক নির্দেশনামূলক গ্রন্থ। এটাই কুরআনের আসল পরিচয়, এটাই তার প্রকৃত সংজ্ঞা। কিন্তু এর সঙ্গে এর সত্যতা সঙ্ক্ষে কোন সন্দেহ নেই- এ কথা প্রাসঙ্গিকতা কি? যখন একটি গ্রন্থকে দিক নির্দেশনামূলক বলা হয় তখন এর উৎস সঙ্ক্ষে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে কারণ দিক-নির্দেশনা যদি কোন মানুষের কাছে থেকে আসে তাহলে তা অনুসরণ করার কোন

\* ডীন, কলা অনুযয়, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ঢাকা

বাধ্যবাধকতা থাকে না। সে নির্দেশনা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই কুরআনকে পথ প্রদর্শক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে এর উৎস এবং এর সত্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দুটি প্রধান বাক্যাংশের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কুরআন

কিন্তু যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না বা যারা এই গ্রন্থকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার করে না তারা এই নির্দেশনা মানবে কেন? তাই এই গ্রন্থ মোত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক- এ কথাটি বলার প্রয়োজন ছিল এবং তাই করা হয়েছে। অধিকাংশ অনুবাদক 'মোত্তাকি'কে খোদাতীক বা 'God-fearing' বলে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু 'ভয়' শব্দটি নেতিবাচক। 'মোত্তাকি'র মধ্যে যে একটা ইতিবাচক ধারণা আছে তা ভয় শব্দ দিয়ে সঠিকভাবে প্রকাশ পায় না। তাই মহম্মদ আসাদ 'মোত্তাকি'কে 'God-conscious' বা 'আল্লাহ-সচেতন' বলে অনুবাদ করেছেন। এই শব্দটি আল্লাহর সর্বময় অস্তিত্বের চেতনা (the awareness of his all presence) এবং সেই চেতনার আলোকে জীবনকে পরিচালিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কেউ কেউ মোত্তাকী বলতে তাদেরকে বুঝিয়েছেন যারা অশুভ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু এটা আল্লাহ-সচেতনতার একটি দিক মাত্র। তবে মোত্তাকী শব্দের অর্থ যেভাবে করা হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না কারণ স্বয়ং আল্লাহ 'মোত্তাকী'দের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন : তারা গায়েবে বা মানুষের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার অতীত সত্ত্বায় বিশ্বাস করে এবং নামাযে নিষ্ঠাবান এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিয়িক অন্যের জন্যে ব্যয় করে এবং মুহম্মদ (সঃ) এর উপর এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসূহে বিশ্বাস করে। কারণ তারা পরকালের জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত। তাই মোত্তাকীদের মনগড়া ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই; আল্লাহ নিজেই মোত্তাকীদের ব্যাখ্যা সংযোজন করেছেন। কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম বিশেষণ Clause টিতে তিনটি শর্ত আছেঃ গায়েবে বিশ্বাস, নামাযে নিষ্ঠা এবং দান। এর সবগুলো 'এবং' অব্যয় যোগে সংযুক্ত। অর্থাৎ এগুলোর প্রত্যেকটির গুরুত্বপূর্ণ এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কোন একটা অন্যটা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। উল্লেখ্য, বিশ্বাস যেহেতু কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রতিফলিত হতে হবে তাই ইন্দ্রিয়াতীত সত্ত্বায় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নামায ও দানের কথা বলা হয়েছে। বিশ্বাস নামাযের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, আর দানের মধ্যে স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠে বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। দ্বিতীয় বিশেষণ Clause-এ কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয়। আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তার বাণী দিয়ে। সেগুলো হয়তো বিকৃত হয়েছে। কিন্তু ঐশী বাণীর ধারা কুরআনে এসে চূড়ান্তরূপ লাভ করেছে। এ বিশ্বাস মোত্তাকীদের আছে কারণ তারা পরকালের জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত। এই নিশ্চয়তা ছাড়া পার্থিব জীবনের কোন উদ্দেশ্য থাকে না; কোন অর্থ হয় না। উল্লেখ্য যে, মোত্তাকীরা শুধু বিশ্বাস করে তাই না, তারা আল্লাহর কাছ থেকে আসা যে নির্দেশনা কুরআনে দেয়া হয়েছে তা অনুসরণ করে এবং এর ফলে তারা সুখ অর্জন করবে। এটা কোন প্রলোভন নয় এটা তাদের কর্মের অনিবার্য ফল।

সমস্ত বক্তব্যটি সমন্বিত রূপ লাভ করেছে কতকগুলো device বা কৌশলের মাধ্যমে। এগুলো হলো : কতকগুলো বিশেষণ clause দ্বারা মূল বাক্যাংশের সম্প্রসারণ; 'এবং' অব্যয়ের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ এবং শব্দের পুনরাবৃত্তি। সমগ্র বক্তব্যটি দুটি জিনিস সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

কুরআন ও মোত্তাকী। সংজ্ঞার ভাষা সবসময় নিরাভরণ হতে হয় কারণ অলংকার (figurative language) বক্তব্যকে ঘোলাটে করে, মূল বক্তব্য চাপা পড়ে যায়। কুরআন ও মোত্তাকীদের সংজ্ঞায় তাই সকল অলংকারবিহীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কুরআন ও মোত্তাকীদের সংজ্ঞায় তাই সরল অলংকারবিহীন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কুরআন মৌখিকভাবে অবতীর্ণ ঐশী বাণী। মৌখিক বাণীতে সাধারণত জটিল বাক্য ব্যবহৃত হয় না কিন্তু ২-৪ আয়াতগুলো গঠনের দিক দিয়ে অত্যন্ত জটিলঃ দুটি প্রধান clause এবং তিনটি বিশেষণ clause এর সমন্বয়ে গঠিত। তা সত্ত্বেও বক্তব্যের স্বচ্ছতা এবং ক্রম অগ্রগতি বাস্তবিকই বিশ্বয়কর। বক্তব্যটি অন্য কোনভাবে বললে এর সুঠাম গঠন এবং স্বচ্ছতা বাহ্যত হতো।

### আয়াত ৬-৭

৬. নিশ্চয় যারা সত্য অস্বীকার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাদেরকে সাবধান করো বা না করো, তারা বিশ্বাস করবে না।

৭. আল্লাহ তাদের বুকে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের সামনে পর্দা বুলিয়ে দিয়েছেন। তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

মোত্তাকী বা আল্লাহ-সচেতনদের পরিচয় দেওয়ার পর যারা বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে অর্থাৎ যারা বিশ্বাসী তাদের কথা স্বভাবতই আসে। তাদের কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। তারা যে শুধু বিশ্বাস করে না তাই নয়, তারা সত্য অস্বীকার করার জন্য সংকল্পবদ্ধ। কাফেরদের বর্ণনায় যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অনুবাদ মহম্মদ আসাদ এভাবেই করেছেন। তারা বিশ্বাস করবে না এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাদের বুকে ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের সামনে আবরণ টাঙিয়ে দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে সত্যে উপনীত হওয়ার তিনটি মাধ্যমের উল্লেখ করা হয়েছেঃ অন্তর, শ্রবণশক্তি এবং চোখ। সত্য অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়, শুনে বুঝতে হয় এবং দেখে বা প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করতে হয়। সত্যে উপনীত হওয়ার প্রতিটি উৎসই আল্লাহ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু বক্তব্যটি রূপকের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। মোহর মারা, পর্দা বুলানো- এগুলো আক্ষরিক অর্থে সত্য নয়। এগুলো metaphor। মোত্তাকীদের বর্ণনার ভাষা অলংকারবিহীন কারণ সেখানে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের ক্ষেত্রে figurative language- metaphor- ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরনের অলংকার বা metaphor- দুটি কারণে ব্যবহার করা হয়। (১) অল্প কথায় গভীর অর্থপূর্ণ বক্তব্য পেশ করা যায়। (২) এর মধ্যে বক্তা একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেন। চিঠিপত্রে যেমন মোহর মারা হয় যাতে তার সিল না ভেঙ্গে তা খোলা যায় না। তেমনি কাফেরদের সত্য আবিষ্কারের ইন্দ্రిয়গুলো মোহর মারা হয়েছে যাতে তারা সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারে। আর এই অলংকারের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাদের প্রতি একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। সেটি হলোঃ তিনি তাদের প্রতি তার উম্মা এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা। মোহর যেমন ভাঙ্গা যায়, অন্তঃকরণ, শ্রবণশক্তির উপর মোহর বা চোখের উপর আবরণ তেমনি ইচ্ছা করলে ভেঙ্গে বা সরিয়ে ফেলা যায়। এই ধারণাটি রূপক হিসেবে ব্যবহার করে concrete ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাতে বক্তব্য

সংক্ষিপ্ত ও গভীর ব্যাঙ্গনাট্য হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে মোস্তাকীরদের বর্ণনার ভাষার সঙ্গে একটা contrast সৃষ্টি হয়েছে এবং বক্তব্য আরো জোরদার করা হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে: আল্লাহ নিজেই যদি তাদের সত্য আবিষ্কারের পথ বন্ধ করে থাকেন তাহলে কাফেরদের দোষ কি? আপাতদৃষ্টিতে কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অন্যরকম। আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তিগুলোকে যদি ভালো কাজে ব্যবহার না করে ক্রমাগত অশুভ কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেই অশুভ শক্তিকে নষ্ট করে দিতে পারে। এর একটি চমৎকার রূপক উদাহরণ আমরা R.L. Stevenson- এর Dr. Jekyll and Mr. Hyde উপন্যাসে পাই। Dr. Jekyll ছিলেন একজন ভাল লোক। পেশায় ডাক্তার। কিন্তু তিনি এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করলেন যা খেয়ে তিনি নিজেই Mr. Hyde- এ রূপান্তরিত হতেন এবং নানা অপরাধ করে বেড়াতেন। এরপর বাড়ী ফিরে তিনি আর একটি ওষুধ খেয়ে আবার ভাল মানুষে পরিণত হতেন। ফলে পুলিশ তাকে কোন সময় ধরতে পারতো না। অপরাধ করতে করতে তার অপরাধ প্রবণতা এমন আকার ধারণ করলো যে পথে চলতে চলতে ওষুধ না খেয়ে তার চেহারা পরিবর্তন আসতো, অর্থাৎ তিনি Mr. Hyde হয়ে যেতেন এবং ওষুধ খেয়েও Dr. Jekyll এ পরিণত হতে পারতেন না। ফলে পুলিশ তাকে শেষ পর্যন্ত তার বাড়িতে তাকে খুঁজে পায়; কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পান। এই কাহিনীর মাধ্যমে Stevenson বুঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষ ক্রমাগত খারাপ কাজ করতে থাকলে তার মধ্যে যে শুভ আছে সেটা আর কাজ করে না এবং সে অশুভের দিকে স্বাভাবিকভাবে ঝুঁক পড়ে। এটা একটা নিয়ম যা আল্লাহ বেঁধে দিয়েছেন; আর যেহেতু তিনি এই নিয়ম সৃষ্টি করেছেন তাই মোহর-মারা ও পর্দা-ঝোলানোর ব্যাপারটা আল্লাহতেই আরোপ করা হয়েছে। মোস্তাকীরা যেমন তাদের কর্মফল হিসাবে সুখ অর্জন করবে, কাফেররাও তেমনি তাদের কর্মফলের জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

মাত্র দু'টি আয়াতে কাফেরদের সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এতগুলো কথা বলতে হলো। তাই আল্লাহ যেভাবে তার বক্তব্য পেশ করেছেন তা অন্য কোনভাবে এত সংক্ষেপে এবং এত কার্যকরীভাবে বলা যেতো না। কুরআনে বক্তব্য ও তার প্রকাশভঙ্গি যে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এটি তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

#### আয়াত ৮-২০

৮. আর এমন লোক আছে যারা বলেঃ 'আমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি'। কিন্তু আসলে তারা ঈমান আনে নি।
৯. তারা আল্লাহ ও মোমেনদেরকে ধোকা দিতে চায়, কিন্তু তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোকা দিচ্ছে না; আর তারা বুঝতে পারছে না।
১০. তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ, অতঃপর আল্লাহ তাদের সে রোগ বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের মিথ্যাচারের ফলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।
১১. আর তাদেরকে যখন বলা হয়ঃ 'দুনিয়াতে ফ্যাসাদ বাঁধায়ে না।' তারা জবাব দেয় 'আমরাই তো মঙ্গলকারী।'।
১২. সাবধান। তারাি, তারাি কিন্তু ফ্যাসাদকারী। তবে তারা তা বুঝে না।

১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ 'তোমরা কি সেভাবে ঈমান আনবো যেভাবে বোকার ঈমান এনেছে?' জেনে রাখ তারাই, তারাই কিন্তু বোকা, তবে তারা তা জানে না।
১৪. আর যখন ঈমানদারদের সঙ্গে তাদের মোলাকাত হয় তারা বলেঃ 'আমরা ঈমান এনেছি।' আর যখন তারা নিরালায় তাদের শয়তান সাথীদেরা সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলেঃ 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা তাদের সঙ্গে তামাশা করছিলাম।
১৫. আল্লাহ তাদের তামাসার প্রতিদান দেবেন; তিনি তাদেরকে নাফরমানী করার অবকাশ দেন, তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।
১৬. ওরাই হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহি কিনে নিয়েছে আর তাদের ব্যবসা মোটেই লাভের হয়নি এবং তারা অন্যত্র পথ নির্দেশনা পায় নি।
১৭. তাদের উপমা সেই লোকের, যে আলো জ্বালালো আর তা যখন চারিদিক উজ্জ্বল করে তুললো তখন আল্লাহ তার আলো কেড়ে নেন, আর তাকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দেন সে সেখানে কিছু দেখতে পায় না।
১৮. বোবা, বধির, অন্ধ হয়ে যায়; ফলে সে (সৎপথে) ফিরে আসে না।
১৯. কিংবা তার উপমা যেন আকাশে মেঘের প্রচণ্ড গর্জন, চারিদিকে নিশ্চিন্দ অন্ধকার, বজ্র ও বিজলী। সে কানে আব্দুল চেপে ভয়ে বজ্রের আওয়াজ ঠেকাতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাকে ঘিরে রেখেছেন।
২০. বিজলী চমকে যেন তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। যখনই তার সামনে বিজলী কলকে ওঠে, তখন সে পথ চলতে থাকে, আর যখন তার উপর আঁধার নেমে আসে তখন সে থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ঘুছিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ তো সব কিছুর উপর শক্তিমান।

৮-২০ আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদেরকে একটি শব্দে চিহ্নিত করা হয় নি, যেমন প্রথম দুই শ্রেণী মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের পরিচয় তাদের বক্তব্য এবং সে বক্তব্যের উপর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন ৮ম আয়াতে তাদের কথা উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ 'আমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি'। কিন্তু মন্তব্য করা হচ্ছেঃ আসলে তারা ঈমান আনে নি; তারা আল্লাহ ও মুমিনদের ধোকা দিতে চায়, কিন্তু বস্তৃত, তারা নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছে, তবে তারা তা বুঝতে পারছে না। তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে তারা মোনাফেক; তাদের কথা ও কাজে কোন মিল নেই। তাদের মোনাফেকীর আরো তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এবং বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গি একই রকম। অর্থাৎ তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে এবং তার উপর মন্তব্য করে তাদের আসল উদ্দেশ্য বা তাদের মোনাফেকীর উন্মোচন করা হয়েছে। ১১-১৪ আয়াতে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে যে ধারা বা বর্ণনারীতি (mode of discourse) ব্যবহার করা হয়েছে সেটা খানিকটা নাটকীয়। নাটকে যেমন দুই ব্যক্তির সংলাপ থাকে, এখানেও সেই ধরনের সংলাপ আছে। কিন্তু এক পক্ষকে সরাসরি সনাক্ত করা হয় নি। তাদেরকে যখন বলা হয়, ইত্যাদি। এখানে স্পষ্টতঃ সংলাপটা মোমিন ও মোনাফেকদের মধ্যে, তবে যেহেতু মোমিনরা এখানে আল্লাহর তরফ থেকে কথাগুলো বলে

তাই তাদের পরিচয় পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। তবে নাটকের সঙ্গে এ বর্ণনারীতি অনেকটা ভিন্ন এই অর্থে যে, নাটকে দুই পক্ষের বক্তব্য থাকে এবং শ্রোতা বা পাঠককে বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এখানে আল্লাহ নিজেই মোনাফেকদের আসল উদ্দেশ্য বা তাদের আসল চরিত্র উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। ১৫ ও ১৬ আয়াতে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন তিনি কেন তাদেরকে এই নাফরমানী করার সুযোগ দিয়েছেন; তিনি তাদের সঙ্গে তামাসা করছেন এবং তাদের আসল উদ্দেশ্য যে বার্থ হয়েছে তা তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

এইখানে মোনাফেকদের সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হয়ে যেতে পারতো কারণ তাদের সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়ে গেছে বলে মনে হয়, কিন্তু তা হয়নি। দুটো উপমা ব্যবহার করে তাদের স্বরূপ এবং তাদের বিপদের দিকটা আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

Parable বা উদাহরণ দু'টি পূর্ববর্তী আয়াতগুলো থেকে উৎসারিত। সেখানে বলা হয়েছে যে মোনাফেকরা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে পথ চলতে চায়, আল্লাহর নির্দেশনা মানে না। তারা গোমরাহীকে বেছে নিয়েছে এবং তাদের এই ব্যবসায় লাভজনক হবে না। প্রথম উদাহরণে এক ব্যক্তির আলো জ্বালানোর কথা বলা হয়েছে। সেই আলোয় সে পথ চলতে চায় কিন্তু সেই আলো জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সে আলো নিভিয়ে দিলেন। সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো। অর্থাৎ শুধু আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলতা শেষ পর্যন্ত কোন কাজে আসে না। সে নির্দেশনা পায় না, বোবা, কানা ও বধির হয়ে পড়ে থাকে। এই কথাগুলো কাফেরদের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। মোনাফেকদের শেষ পর্যন্ত কাফেরদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়।

দ্বিতীয় উদাহরণে ঝড়-বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। অন্ধকার, বিদ্যুতের চমক, বজ্রের গর্জন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। মোনাফেক লোকটি কানে আঙ্গুল দিয়ে সে গর্জন স্তব্ধ করে দিতে চায়, মৃত্যুর ভয় এড়াতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাকে ঘিরে ফেলেছেন। সে এড়িয়ে যেতে পারবে না। তবে বজ্রের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক যে বিপদের সংকেত দিচ্ছে সেটা সে উপলব্ধি করতে পারছে না, বরং ঐ আলোকে সে পথ চলতে চাচ্ছে। আসলে ঐ চমক পথ চলার জন্য নয়, তাইতো সে আবার খেমে যাচ্ছে। ওটা যে দিক নির্দেশনা নয়, বিপদের সংকেত এটা সে বুঝতে পারছে না যদিও সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে।

উদাহরণ দুটো কাব্য সৌন্দর্যে মজিত। কবিতা বাণী প্রধান নয়; বাণীর অসামান্য প্রকাশ, ভাষার ঐন্দ্রজালিক বেলা। পক্ষান্তরে কুরআন বাণীপ্রধান কিন্তু সে বাণীর প্রকাশ অনন্য এবং বাণীর যথাযথ প্রকাশের খাতিরে। উদাহরণ দুটো মোনাফেকদের সম্বন্ধে বক্তব্য স্পষ্টতর করার খাতিরে ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের আত্মপ্রবচনা, তাদের অহমিকা, তাদের আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলতা শেষ পর্যন্ত তাদের সংকটের মধ্যে ফেলে দেবে একথাটা parable এর মাধ্যমে যে ব্যঞ্জনা পেয়েছে সাদামাটা ভাষায় সে ব্যঞ্জনা প্রকাশ করা যেতো না। তাছাড়া, সেটা abstract হতো, concrete হতো না। আবার যে ঝড়বৃষ্টির উদাহরণ দেয়া হয়েছে সেটা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের বিপথগামীতা এবং সংকটের অনুকরণীয় ইন্ট্রিগ্রাহ্য প্রকাশ। ঝড়বৃষ্টির প্রকৃত তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করতে পারছে না; যে বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নিতে চায় তারা সেটাকে বিপদ সংকেত হিসেবে না দেখে দিক নির্দেশনার কাজে ব্যবহার করছে; যে মৃত্যু আসন্ন তাকে কানে আঙ্গুল দিয়ে ঠেকাতে চায়।

লক্ষণীয় যে, উদাহরণ দুটো ভিন্ন হলেও সমন্বিত রূপ লাভ করেছে। দুটোতেই আলোর কথা বলা হয়েছে। একটি স্বপ্রজ্জ্বলিত আলো; অন্যটি অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আলো। দু'টি আলোই তারা পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু আসলে তা নয়। দুটোই ক্ষণিকের, দুটোর অন্ধকার, দিক ভ্রান্তি অথবা সঠিক পথের প্রত্য্যখ্যান এবং সে পথে ফিরে আসা অনিশ্চয়তা। এভাবে দুটো চিত্রকল্প একিভূত হয়েছে। কিন্তু তাদের অর্থ ও ব্যঞ্জনা ভিন্ন। প্রথমটিতে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীলতার পরিণাম প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয়টি সংকটের, বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে; কিন্তু সেই ইঙ্গিতের তাৎপর্য উপলব্ধির ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে।

উদাহরণ দুটোতে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তির উল্লেখ আছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ দুটো শক্তি কেড়ে নিতে পারতেন কারণ তিনি সব ক্ষমতার অধিকারী। এখানে তার সর্বময় ক্ষমতার উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি ক্ষমতা ব্যবহার করেন নি। শক্তির ভয় দেখানো হয়েছে কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করা হয় নি। এর অর্থ হতে পারে যে। কাফেরদের ও মোনাফেকদের আত্মসংশোধনের সুযোগ উন্মুক্ত আছে। সূরার পরবর্তী আয়াতগুলোতে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

সূরা বাকারার প্রথম ২০ আয়াতের উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেরিয়ে আসছে :

১. সমগ্র সূরাটি মদিনায় একটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে অবতীর্ণ হলেও এখানে কোন স্থান-কালের উল্লেখ নেই। পটভূমিটা স্থানীয় কিন্তু যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। সম্ভবত এই কারণে স্থান-কালের উল্লেখ করা হয় নি। মানব জাতিকে যে ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে সে বিভক্তিও এখনও সত্য।

২. অনেকে কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, এর বাণী স্বাপছাড়া, অসংলগ্ন। আমাদের বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রথম ২০টি আয়াতে কোন অসংলগ্নতা নেই। প্রত্যেকটি আয়াত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আয়াতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এ ধরনের coherence বা সুসংবদ্ধতা মৌখিকভাবে উপস্থাপিত বক্তব্যে পাওয়া যায় না। এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

৩. ৩টি শ্রেণীর মানুষের কথা বলতে গিয়ে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা ধারা ব্যবহার করা হয়েছে। মোত্তাকীদের বর্ণনা সংজ্ঞামূলক; ভাষা সরল ও নিরাভরণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বক্তব্যের উপস্থাপনার মধ্যে বাগিতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। দু'টি প্রধান clause এবং তিনটি বিশেষণ clause বাক্যটিকে গম্ভীর্য দান করেছে। তবে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় যখন দেখি শেষের দু'টি আয়াত সরল ও সংক্ষিপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের কথা বলতে গিয়ে বর্ণনা metaphor বা রূপক ব্যবহার করা হয়েছে এবং বর্ণনার এই ধারা বাণীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে উপস্থাপনার মধ্যে নাটকীয়তা আছে। বর্ণনার এই সব বিভিন্ন ধারা বক্তব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে, তবে সব চেয়ে বড় কথা হলো এই যে, বর্ণনার রীতি যথাযথ ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যে কথাটি যেভাবে বলা হয়েছে তা অত্যন্ত যথাযথ হয়েছে Matter ও Manner- বিষয়বস্তু ও ভাব প্রকাশের ধারা- এখানে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

## Surah Quraysh

Salim Rashid\*

*For the civilizing (taming) of the Quraysh For their civilizing. We have caused the caravans to move forth in Winter and in Summer. So let them worship the Lord of this House Who has fed them against hunger And has made them safe from fear.*

*The Glorious Quran (Surah 106)*

(translated by M. Pickthall)

The nature and scope of an Islamic economic system has been the subject of considerable discussion in recent years.' While there is something of a consensus on the point that Islamic economics is neither Capitalism nor Socialism, there is considerably more debate on the prevalence and extent of state intervention in an Islamic economy. Perhaps a closer look at *Surah Quraysh* may be helpful in this context. The *surah* is one of the earliest *surahs* to be revealed and it belongs to a period when Islam was laying forth its general ideological outlines to the idolators of Makkah. It extracts a message from commercial life of Quraysh and it adumbrates a world view which can be helpful in guiding us to first principles.

The translation I am using is that of Pickthall and it is important that he tries to provide as literal an interpretation of the Holy Qura'n as is feasible. The word '*i-la-f*,' which Pickthall translates as 'taming', 'security,' and 'union.' Without claiming any expertise in Arabic etymology, it may be pointed out that neither 'gathering' nor 'union' is quite consistent with the subsequent text, which focuses on the commercial success of Quraysh due to the location of the Ka'bah at Makkah. It is not Quraysh who were 'gathered' or 'united', at the religious fairs, if one may so term the occasions. 'Security,' on the other hand, is not in direct opposition to the meaning of the next *surah* but the connotation, as relating to armed

---

\* Dr. Salim Rashid is Professor of Economics at the University of Illinois, Champaign, Illinois



warfare, is inappropriate in this context. I shall argue this at greater length below. Pickthall's rendering as 'civilization' is therefore used in what follows.

The intent of *Surah Quraysh* is to persuade the Quraysh of their obligation to worship Allah (SWT) provided them with both security and prosperity, *civilization* at the edge of a barren desert. In response to this bounty they are urged to be grateful and give thanks. This overarching theme of the bounty of Allah is strengthened when we remember that *Surah Quraysh* closely follows *Surah al Fil*, (the Elephant) in which Quraysh are reminded of Abraha's attempt to conquer the *Ka'bali* with elephants and how Allah (SWT) turned back this attack. Considered together, the two the physical safety and independence of Quraysh and their prosperity and well-being. It follows that the fundamental religious attitude towards Allah (SWT) is that of gratitude (*shukr*). This point receives added force when we recall that the Arabic word commonly used for unbelief, *kufir* does not refer to an intellectual state of mind but rather to ingratitude. H.A.R. Gibb has dealt at length with the sources of religious belief in his essay on the *Structure of Religious Thought in Islam*:

*Taqwa* meant originally the guarding of oneself against the wrath of the divinity by taking steps to propitiate it, and its verb *ittaq* is still employed in the Qur'an in that sense. The prior evolution of these words as technical religious terms is still unknown; but the occurrence of *taqwa* as early as *Surah* 96, v. 12, suggests an established usage. Possibly, therefore, *taqwa* had already acquired the sense of religious awe. For Muhammad himself, its foundation was fear of the Judgment Day and of hell fire, and his insistence upon this as fundamental in the religious life is reflected in the dominant place which it held in the thought of later generations. But while *taqwa* never lost this association with fear of hell, by the later *surahs* of the Qur'an it has clearly come to mean also reverence in the wider sense, and in two particularly significant passages (5: 3 and 58: 10) it is conjoined with *birr* to denote that relationship to God, which issues in willing obedience and motivates all good works.

Gibb appears to have overlooked the import of the earlier *Surahs al Fil* and *Quraysh*, where gratitude, rather than fear, receive primary emphasis. It is scarcely possible to stress the importance, from a theological point of view, of the suggestion that gratitude is the primary feeling imposing on us our religious obligations. This naturally leads us back into considering more closely the nature of the temporal blessings conferred by Allah (SWT).

For the civilizing of *Quraysh*

For their civilizing ....

The emphasis given in the two opening lined clearly points to the fact that “civilizing” is a good-something to be desired and hence a boon one should be grateful to receive. Primitivism, or a life. However much the wandering Bedouin may conform to a stereotypical picture of the Muslim, they cannot be considered to be models of the Islamic ideal. This is to be interpreted in a dynamic and not just a static manner. For example, while the personal law of a benevolent despot is consistent with the transition from barbarism to civilization, the continuation of civilization requires the institution of impartial and impersonal laws. Hence the injunction to accept civilization is also an injunction to accept one of its necessary accompaniments- the rule of law. As Allah (SWT) has stressed how *Quraysh* have been provided with civilization as a good, so too must Islamic forces aim at providing for that complex seam of achievements collectively termed “civilization.” It is well known that the Muslim civilization, which subsequently arose, was both based on law and urban culture. My point, however, is to urge that perhaps these historical outcomes should be looked upon as the necessary consequences of the world view urged by the Holy Qur'an in its using of gratitude and belief upon *Quraysh*.

The last lines of the *surah* return to the basic theme and remind us in concrete terms of the benefits of the ‘taming’ of *Quraysh* by a bountiful Allah.

Who has fed them against hunger

And who has made them safe from fear

This provision of basic needs is to be seen as one of the attributes of Allah (SWT) and serves to remind us of the importance of economic development. While the duty to develop economically has been generally considered as binding on Muslims so that we may feed and clothe and provide self-respect for those who already are Muslim, the context of *Surah Quraysh* would also appear to suggest that by succeeding in spreading economic prosperity we shall also help others to *become Muslim*. It is not just a question of self-preservation but also of conversion.

The intermediate lines of *Surah Quraysh* occupy a position of some importance for the student of the social sciences.

We have caused the caravans to move forth

In winter and in summer.

Is it not striking how Allah (SWT) accepts responsibility for the movement of the caravans? Any realistic observer would have made the obvious retort- “but it is greed which moves the caravans, greed for wealth”. It would appear that, in seeking only to aggrandize themselves, *Quraysh* were working out the Will of Allah (SWT). There is a long and well established Christian tradition which explores how God works in our daily affairs through indirect means; a tradition which received its secular formulation in Adam Smith's famous use of the “Invisible Hand”. In *Surah Quraysh* we have a clear indication of the workings of an “Invisible Hand.” A number of Muslim scholars have rejected strongly any attempt to use “Invisible Hand” reasoning in Islamic economics. This would appear to be based on a mistreading of the role played by such phrases. They are not meant to be blanket assertions of global harmony, whereby all potential ills are righted by the workings of some invisible hand. On the contrary, they are admissions of the fact that our limitations only permit us to see as through a glass darkly. As our knowledge does not enable us to assert that we will never

comes across untoward circumstances, we rely on the correctness of our first principles to guide us through such occasions. The use of the “Invisible Hand” is meant to remind us that those features of social life which are the most obvious need not be those which are most deeply effectual. The *Quraysh* in all their self-sufficient pride felt they were maximizing their own worldly wealth and position. All the while, in reality, their pursuit of self-interest was only a means used by Allah (SWT) to provide for the civilization of mankind- note how civilization arises out of self-interest-and to make the gratitude due to Allah (SWT) self-evident.

In terms of the long-standing discussion on whether Islam displays more capitalist or socialist attitudes. *Surah Quraysh*, as interpreted above- would appear to tilt the balance towards Capitalism. The redistributive emphasis of Islam is strong, as exemplified in the duty of *Zakah*, and the cooperative urge is well-attested, as in the multitude of pronouncements on *Sadaqah*. In this connection, the 20 percent *Jakah* on natural resources has been taken as an example, with Middle East oil revenues in mind, how Islam can provide minimal standards of food and housing for all citizens and is seen to emphasize a sort of socialism inherent in Islam. The point, however, cannot have a general importance because it is of relevance to those muslims who have not blessed with a plentitude of natural resources, such as the people of Bangladesh. Not only in terms of its acquiescence of the privately-run economy of Arabia but also in terms of the theological nuances of such a system, *Surah Quraysh* appears to present Islam as a system which provides for equity and justice-within a framework in individualism.

While the variety of translations provided, as well as the seemingly descriptive style of *Surah Quraysh*, appears to have hidden some of the deeper significance of the *surah* from Muslims in general and from economists in particular, the above interpretation, if acceptable, would indicate that *Surah Quraysh* not only appears to enjoin civilization upon mankind as a means of securing the faith of believers and gaining that of new converts, but also informs us that

the self-interest of rightly-guided men is not a contradiction in terms but rather a fruitful way of achieving the Will of Allah (SWT).

## References

H. A. R. Gibb, *Studies on the Civilization of Islam* (Boston: Beacon, 1382 AH/1962 AC), 190/191.

The factual basis of traditional views of the Makkan Trade has recently been challenged by Patricia Crone in *Meccan Trade and the Rise of Islam* (Blackwell: London. 1407 AH/1987 A.C). Whether or not her thesis is eventually sustained, it does not bear directly on the religious interpretation of Quraysh hegemony, the topic of this note.

## Appendix

Evangelical Christians have often looked upon the Roman Empire as a means employed by God to ensure the dissemination of Christianity. I hope it is permissible to engage in some similar thoughts regarding *Quraysh*, whose commercial prominence rested upon the fact that the direct trade route to India was temporarily blocked and therefore necessitated a detour through the Arabian desert. The superiority of *Quraysh* was based on their control of the Ka'bah referred to in *Surah al Fil-* and permitted their rise to economic superiority. They impressed everyone by their acquisition of leadership qualities of *Hilm-*”the diplomatic ability, the style of speaking, the ready rejoinders always *apropos*, the precision of their eloquence. II The rest of the story is best repeated in words of Henri Lammens (*Encyclopedia of Islam: art “Kuraish”*):

Their cohesion and the prosperity of the capital, Makkah, (Mecca) depended entirely on commerce. Now in quite unexpected fashion, at least for the Beduins, the conquests of Islam upset all the economic conditions of Western Arabia. The direct route from India via Mesopotamia was opened up again by the reunion under one rule of the valley and mouth of the Euphrates, and international trade avoided the difficult detour by the Arabian desert Deserted by commerce, the barren valley of Makkah (Mecca), strangled as in a vice between two ranges of

bare hills, could not maintain its former inhabitants, all brokers, caravaners and traders for generations past. Gradually shops and offices closed and their owners came to Madinah, now the capital of the Caliphate, to rejoin their fellow-citizens who had made new positions for themselves here. The old "*Kuraish*" had foreseen this decline. They had talked of it to Muhammad when their ardent fellow-townsmen had urged them to adopt Islam. These shrwed conservatives were reluctant to upset the religious and social institutions to which they attributed the prosperity of their town. "Allah will not fail to provide," the Prophet replied, "He will furnish them ample compensation; He will enrich them of His abundance when He thinks the time has come." (Qur'an (Kuran) ix. 28; xxviii, 57).

Nor was it a false promise. With the rise of Islam the tribe may have dispersed but *Quraysh* as individuals benefited greatly:

Henceforth they were to command armies, to govern provinces and for several centuries, to rule the whole Arab empire. One marvels at the number of remarkable men who sprang from this city of shop-keepers and tried their skill in careers hitherto unknown to them, such as governors and generals. What is no less suprising than the novelty of these roles is the aptitude and decision of character with which they filed them- and this prevents us from regarding the (*Kuraish*) founders of the caliphate as mere novices. The fact is that for them, commerce on a large scale as it has been practiced in (Mecca) before the (*Hijrah*) had been for them a long preparation for a political career.

According to such Western scholars as Lammens and Wellhausen, it is commerce that taught the *Quraysh* how to lead men. It is not curious how a rupture in a traditional trade route provided for the rise of an obscure tribe; and how commerce provided for their taming and civilization and likewise trained them in those qualities that would prepare them to create and govern empires after the Prophet (SAAS) had preached Islam to them? Muslims therefore can clearly discern a pattern, by Allah's (SWT) grace which prepared the *Quraysh* for their destiny.